বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন	০১	০১	--	--	--	০১	০০ ২৫	--	--

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত মেয়াদকাল
১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী এবং রংপুর এর ,কিশোরগঞ্জ , পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন।	১২০৬.৫২	০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২

০৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

মূলত: নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ইত্যাদি। তাছাড়া সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি না পেলেও প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত না করা, বারবার ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিহেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিমাণ হ্রাস করে প্রকল্প সংশোধন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রকল্প মূল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

০৪. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

ক্র:নং:	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশ
১৩।	**চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী এবং রং ,কিশোরগঞ্জ ,পুর এর পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন :** চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে নির্মিত পর্যটন মোটেলটিতে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়।	চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে নির্মিত পর্যটন মোটেলটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৩)

১.০	প্রকল্পের নাম	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন
২.০	নির্বাহী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
৩.০	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	রাজশাহী সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা, রংপুর সদর এবং কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলা।

৫.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় মূল) অনুমোদিত ব্যয়ের (%	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন) (% কালের
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৩৫৪৭.	সংশোধন করা হয়নি।	১২০৬.৫২	জুলাই২০১০ , থেকে জুন২০১২ ,	সংশোধন করা হয়নি।	জুলাই২০১০ , থেকে জুন২০১৩ ,	অতিক্রান্ত হয়নি	২৫%

৬.০ **:অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি পরিশিষ্ট ক-**

৭০. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

৯১. পর্যটকদের বাসস্থানকনফারেন্স হল সংস্কার এবং বিদ্যমান পর্যটন সুবিধাদির ,খনন:পুকুর পুন ,কার পার্কিং ,খাদ্যাদি পরিবেশন , উন্নয়ন। এ ছাড়াও স্থানীয় ও বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন;

৯ ২. মাসুয়া জমিদার বাড়ি সংরক্ষণের মাধ্যমে সুকুমার রায় এবং সত্যজিত রায়ের স্মৃতি রক্ষা করে সাংস্কৃতিক পর্যটন বৃদ্ধি করা ;

৯ ৩. স্থানীয় ও বৈদেশিক পর্যটক বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় কৃষি ও হস্তশিল্পের বাজার সৃষ্টির - ;মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ

১০.০ প্রকল্পের পটভূমি:

১০ ১.কিশোরগঞ্জ মাসুয়া জমিদার বাড়ি :বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিত রায় এবং শিশুতোষ লেখক সুকুমার রায়-এর পূর্ব পুরূষদের বাড়ি হলো মাসুয়া জমিদার বাড়ি। বাড়ির সামনে ৪.৩০ একর পুকুর আছে। মাসুয়া জমিদার বাড়ি কটিয়াদী উপজেলা শহর হতে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জমিদার বাড়িটি প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। জমিদারদের অধিকাংশ জমি স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। জমিদারের কাচারী বাড়ি সংস্কার ও রক্ষা, পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ উপ-প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়;

১০ ২.রংপুর মোটেল সংস্কার ও মেরামত : বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত রংপুর শহর বাংলাদেশের একটি পুরাতন জেলা শহর এবং বর্তমানে বিভাগীয় শহরে উন্নীত হয়েছে। রংপুর জেলা তাজহাট জমিদরি বাড়ি, কেরামাটিয়া মসজিদ, ডিমলারাজ কালী মন্দির, শ্রী শ্রী করূণাময়ী কালী মন্দির, রংপুর যাদুঘর, টাউনহল, কারমাইকেল কলেজের জন্য বিখ্যাত। রংপুরে দেশ ও বিদেশ হতে অনেক পর্যটক আসে। রংপুরে একটি পর্যটন মোটেল রয়েছে। এ মোটেলটি দীর্ঘ দিন

সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে যায়। পর্যটক আকর্ষণের জন্য মোটেলটিতে আধুনিক সুবিধাদি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে রংপুরের পর্যটন মোটেল সংস্কার ও মেরামতের জন্য রংপুর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়;

১০.৩ **রাজশাহী পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও আধুনিকায়ন:** পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত রাজশাহী জেলা প্রাচীন বাংলার পাল সাম্রাজ্যের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়াও রাজশাহী প্রাকৃতিক সিল্ক উৎপাদন কেন্দ্র। গুটি পোকা, তুঁত গাছ এবং সিল্ক তৈরীর পদ্ধতি সর্বদাই পর্যটকদের আকর্ষণ করে। রাজশাহীতে বরেন্দ্র যাদুঘর রয়েছে। এ যাদুঘরে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা হতে শুরূ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।
এ ছাড়াও নাটোর রাজবাড়ি, উত্তরা গণভবন, পুঠিয়া রাজবাড়ি, সোনা মসজিদ, শিব মন্দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি রাজশাহী ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এ সকল নিদর্শন পরিদর্শনের জন্য প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পর্যটক রাজশাহীতে আসেন। ক্রমবর্ধমান পর্যটদের আবাসনসহ বিনোদন ব্যবস্থা উন্নত করতে ইতোপূর্বে নির্মিত রাজশাহী পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য রাজশাহী উপ-প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়;

১০.৪ সোনা মসজিদ এলাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ: সোনা মসজিদ সুলতান আমলের একটি বিখ্যাত নিদর্শন। এ মসজিদটি পর্যটকদের বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এ মসজিদের সন্নিকটেই অবস্থিত সোনা মসজিদ স্থল বন্দর। এ স্থল বন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীসহ বিপুল সংখ্যক পর্যটক চলাচল করে। কিন্তু এ সকল ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জন্য মান সম্মত কোন আবাসন নেই। সোনা মসজিদ এলাকায় পর্যটক তথা ব্যবসায়ীদের মান সম্মত আবাসন চাহিদা মেটাতে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ করা হয়;

১১ ০. **প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন** :প্রকল্পটি ১৪৩৫৪৭. লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৫/১১/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়নি তবে একবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

১২.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:
- সোনা মসজিদ এলাকা, মাসুয়া জমিদার বাড়ি, রাজশাহী এবং রংপুরে পর্যটন মোটেল নির্মাণ ও সংস্কার;
- ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও বহি:ভাগে বিদ্যুতের কাজ;
- মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়; এবং
- সেনিটারী ও প্লামবিং কার্যক্রম।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীনখন্ডকালীন/	সময়কাল
১।	জনাব কালীরঞ্জন বর্মন	পরিচালক (পরিকল্পনা)	খন্ডকালীন	১৬ ২০১০/০৯/ হতে ৩০পর্যন্ত ২০১৩/০৬/

১৪ ০.প্রকল্প পরিদর্শন :প্রকল্পটির রাজশাহী উপ-প্রকল্পটি ১৩/০৩/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র মহাপরিচালক (কৃষি) জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান এবং ২০/১২/২০১৪ খ্রি: তারিখে রংপুর উপ-প্রকল্পটি উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। রংপুর উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে রংপুর পর্যটন মোটেলের ম্যানেজার এবং রাজশাহী উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে পর্যটন করপোরেশনের ব্যবস্থাপক (পূর্ত) জনাব মীর মো: নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

১৫ :সাধারণ পর্যবেক্ষণ ০.
রংপুর উপ-প্রকল্প:
১৫ ১.১. রংপুর উপগ্রীল স্থাপন করা হয়েছে। দেশী /টি কক্ষের টাইলস্৩৪ কনফারেন্স হল এবং ,প্রকল্পের আওতায় মোটেলের সকল করিডোর-;টাইলস্ স্থাপন করা হলেও করিডোর ও কক্ষগুলো দৃষ্টি নন্দন হয়েছে

চিত্র-১: কোরিডোরের টাইলস্ ও গ্রীল

১৫.১.২ উপ;কনফারেন্স হল ও রিসেপশন হলে এসি স্থাপন করা হয়েছে ,স্টেশন তৈরী করা হয়েছে-সাব/প্রকল্পটির আওতায় নতুন জেনারেটর-

চিত্র-২: নতুন জেনারেটর/সাব-ষ্টেশন

১৫.১.৩ প্রকল্পের আওতায় কিচেনের সম্প্রসারণ, পিএবিএক্স স্থাপন, পানির পাম্প ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে;

চিত্র-৩: স্থাপিত সৌর প্যানেল

১৫.১.৪ প্রকল্পের রংপুর অংশে মোটেলের দেয়াল সংস্কার করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত দেয়ালের অনেক স্থান স্যাঁতসেতে এবং প্লাস্টার খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে দেখা গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পরিদর্শন কালে উপস্থিত কর্মকর্তা জানান যে, অনেক পুরনো ভবন হওয়ায় দেয়াল সংস্কার করে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়নি। তবে মোটেলের সার্বিক কাজ করার ফলে মোটেলটির আবাসন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পেয়েছে, মোটেল সুন্দর ও বসবাস উপযোগী হয়েছে;

চিত্র-৪: দেয়ালের স্যাঁতসেতে অংশ

রাজশাহী উপ-প্রকল্প:

১৫.২.১ রাজশাহী পর্যটন মোটেলও রংপুর পর্যটন মোটেলের ন্যায় মেঝের টাইলস্, আসবাবপত্র ক্রয়, দেয়াল সংস্কার, বাথ রুমের ফিটিংস্ পরিবর্তনসহ বিবিধ সংস্কার কাজ এবং সৌর প্যানেল স্থাপন, নতুন বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ পূর্ত কাজগুলো করার ফলে পর্যটন মোটেলটি দর্শনীয় এবং বসবাসের জন্য আরামদায়ক হয়েছে। এর ফলে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৫: রাজশাহী পর্যটন মোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কের সংস্কার কাজ

চিত্র-৬: রাজশাহী পর্যটন মোটেলের সংস্কারকৃত কক্ষ এবং সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র।

কিশোরগঞ্জ এবং শিবগঞ্জ উপ-প্রকল্প:

১৫.৩.১ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী জমিদার বাড়িতে ৪৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পর্যটন মোটেল এবং চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে প্রায় ২.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পর্যটন মোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। শিবগঞ্জের পর্যটন মোটেলটি ২০১৩ সালের শেষার্ধে রাজনৈতিক দুষ্কৃতিকারীরা পুড়িয়ে দেয়। পুড়ানোর পর মন্ত্রণালয় এ মোটেলটি আর সংস্কার করেনি।

১৬.০ **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৪৩৫৪৭. লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ১২০৬.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৭.০ প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রংপুর ও রাজশাহী মোটেলের আবাসন ও ক্যাটারিং সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নত হয়েছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে পর্যটকদের বাসস্থান জনিত সমস্যার সমাধান হয়েছে।

১৮. সমস্যা: ২০১৩ সালের শেষার্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিছু দুষ্কৃতিকারী চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে নির্মিত পর্যটন মোটেলটিতে অগ্নি সংযোগ করে এবং কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলীকে হত্যা করে। উক্ত মোটেলের ১২টি কক্ষে ২৪টি বেড স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু অগ্নি সংযোগের পরে মোটেলে আর কোন সংস্কার কাজ করা হয়নি। মোটেলটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

১৮.০ সুপারিশ:

১৯.১ অবিলম্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে নির্মিত পর্যটন মোটেলটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যেতে পারে;

১৯.২ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে পর্যটকের সংখ্যা খুব কম। বর্ষা মৌসুমে হাওর এবং মাসুয়া রাজবাড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিদর্শনে পর্যটকদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারণা চালানো প্রয়োজন;

১৯.৩ প্রকল্পটির উপর সম্পাদিত External Audit-এ পাঁচটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অডিট আপত্তির বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত অডিট রিপোর্ট আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।